

শিষ্যত্বের বিকাশ

খ্রীষ্টীয় জীবনে অপরিহার্য বিষয় সমূহ
অধ্যয়ন সহায়িকা

যীশু কে?

পাঠ:৩ যীশুর অলৌকিক কীর্তি সকল

পরিচিতি

যীশু কে? আখ্যাত শিষ্যত্বের বিকাশ মড্যুলের অংশবিশেষ হচ্ছে এই পাঠটি। সাতটি পাঠবিশিষ্ট এই পাঠটি খ্রীষ্টাচারী দৃষ্টিকোণ থেকে যীশুর ব্যক্তিত্ব ও কর্মের সঙ্গে পরিচয় করায়, তাঁর পরিচয়, কীর্তি, উপদেশাবলি এবং মৃত্যুকে প্রসঙ্গ করে। যেহেতু যীশু হচ্ছেন খ্রীষ্টাচারী বিশ্বাস ও ধর্মের কেন্দ্র, শিষ্যত্বের পক্ষে যীশুকে জানা আবশ্যিক এবং যাঁরা খ্রীষ্টাচারী অনুসন্ধান করছেন তাঁদের জানা আবশ্যিক কিসে যীশু খ্রীষ্টকে অনুপম আর আমাদের আনুগত্য ও ভক্তির যোগ্য করে তুলেছে।

কোন নির্দিষ্ট পাঠের গভীরে কারও পক্ষে স্বকীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যবিশিষ্ট হচ্ছে এই অধ্যয়ন নির্দেশিকাটি। এই পাঠগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে www.debangali.org এ প্রাপ্য ডিসাইপেলশিপ এসেম্পিয়াল্‌স উপকরণ যেমন, ভিডিও আর অডিও প্রোডাকশান্স'এর সহযোগে।

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর - ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধীনস্থ। লাইসেন্সের বিষয়ে অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing



যীশু কে?

পার্ঠ:৩ যীশুর অলৌকিক কীর্তি সকল

এর কি উদ্দেশ্য?

তাঁর পার্থিব জীবৎকালে যীশু যে সমস্ত আশ্চর্য্য কাজগুলি করেছিলেন এবং যীশু কে আর কেন এসেছিলেন, এ সমস্ত পরীক্ষা করাই এই পার্ঠের লক্ষ্য ।

আপনার জানার জন্য

যীশুর আশ্চর্য্য কীর্তিগুলি ছিল মর্ত্যে সাধিত তাঁর সেবাকার্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ । মানুষকে সাহায্য করার ক্ষমতা আর সমবেদনা ছিল বলেই যীশু কিন্তু আশ্চর্য্য কাজগুলি করেননি । না । প্রত্যেকটি ক্রিয়া এবং প্রত্যেকটি কথার পিছনে ছিল পৌঁছে দেওয়ার মত কোন বার্তা বিশেষ । অলৌকিক কাজগুলি প্রতিপন্ন করেছে যীশুর পরিচয় এবং তাঁর মূল্যবোধ । এই অলৌকিকগুলি অধ্যয়ন করতে করতে আমরা যীশুর সহানুভূতি আরও শিক্ষা করি এবং বুঝতে পারি আমাদের চারপাশের মানুষদের ক্লেশ আর অভাবে কিভাবে সাড়া দিতে হয় । প্রত্যেকটি আশ্চর্য্য কাজের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিল বহুজন, যার দরুন এগুলিকে হাত-সাফাই বা ভেঙ্কি বলে বঝিয়ে দেওয়া যায় না – এগুলি ছিল বাস্তবিকই

সূচনা

- যখন বিস্ময়মকর বা আশ্চর্য্যজনক কিছু ঘটে, আমরা বলে থাকি, “এটা অলৌকিক!” অলৌকিক কাকে বলে, আর এর সঙ্গে কোন বিশেষ ঘটনার পার্থক্য কোথায়?

- যীশু যখনই কোন অলৌকিক কিছু ঘটিয়েছেন তখনই তাতে ভিড় জমেছে । তাঁর উপদেশের চাইতে তাঁর কাজগুলি কেন লোকদের বেশী আকর্ষণ করত?



অধ্যয়ন

❖ **অলৌকিক মানে কি:** সুসমাচারে যীশুর তথ্যগুলি আশ্চর্য্য কর্মের ঘটনায় ভরা! যীশু প্রায়ই তাঁর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন চমকপ্রদভাবে। এই ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে আশ্চর্য্য কাজ, চিহ্ন আর লক্ষণের আকারে।

➤ ইব্রীয় ২:২-৪ পদ অনুসারে যীশু কেন অলৌকিক কাজ করতেন ?

➤ আশ্চর্য্য কাজ, চিহ্ন আর লক্ষণগুলি সর্বদা সুসমাচার বার্তার অনুবর্তী থাকত বার্তার সত্যতা প্রত্যয়নের উদ্দেশ্যে। যীশুর অসাধারণ ও অবর্ণনীয় কাজগুলি পড়ে তিনটি শ্রেণীতে:

- আশ্চর্য্য কাজ হচ্ছে কোন অলৌকিক স্ফূর্তি ক্রিয়া যা প্রকৃতির বিধি নস্যাৎ করে।
- চিহ্ন হচ্ছে অসাধারণ ব্যাপার যা সাধন করা হয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং সম্মত জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে। ^{Page 2}
- লক্ষণ হচ্ছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার যার উদ্দেশ্য হচ্ছে চেতনা বা অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলা।

➤ যীশুর কাজগুলি সম্বলিত হত ঈশ্বরেরই শক্তিতে (যেহেতু যীশু স্বয়ং ঈশ্বর) আর কখনও তা হত কোন চিহ্ন বা কখনও হত একটি লক্ষণ। কখনই সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল না মানুষকে আমোদ দেওয়া বা যীশুকে আরও ক্ষমতালী দেখানো; সেগুলি ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করত।

❖ **যীশু কেন অলৌকিক কাজ সাধন করতেন?** আমরা যাকে প্রকাশ্য সেবাকর্ম বলি তা যখন যীশু শুরু করলেন তখন তিনি কমবেশী ৩০ বছর বয়স্ক (লুক ৩:২৩ পদ)। সেই সময় তিনি লোকদের শিক্ষাও দিতে লাগলেন। প্রত্যেকটি অলৌকিক কাজ যীশু সম্বন্ধে কিছু একটা প্রদর্শন করত এবং হয়ে উঠেছিল তাঁর শিক্ষামূলক পরিচর্যার এক মোক্ষম অঙ্গ বিশেষ। যীশু কেন অলৌকিক কীর্তি সাধন করতেন তার কয়েকটি কারণ:

➤ **তাঁর অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য:** যাদের সঙ্গে নিত্যদিন তাঁর সাক্ষাৎ হত সেই মানুষদের জন্য অনুকম্পা, চিন্তা আর ভালবাসায় ভরা ছিল যীশুর অন্তঃকরণ। অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অভিসন্ধিতে বড় বড় ঘটনার তাল না করে বরং এক এক বারে এক একটি জীবন বদলে দেওয়াই ছিল তাঁর সদুদ্দেশ্য। তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল মানুষের ছোট-বড় সকল প্রকার অভাব-অভিযোগের জন্য ঈশ্বরের সহৃদয়তাটি।

➤ কোনটি ছিল তাঁর সাধিত প্রথম আশ্চর্য্য কাজ? কি হতে পারত যদি যীশু এই কাজটি না করতেন? এটি জীবন-মরণের ব্যাপার না হওয়া সত্ত্বেও যীশু মানুষের জন্য চিন্তা করতেন। যোহন ২:১-১১ পদ পড়ুন এবং যা যা সন্ধান পেলেন সেগুলি লিখুন।



- পীড়িতদের উপর যীশুর অনুকম্পা হত এবং তিনি তাদের সুস্থ করতেন (মথি ১৪:১৪) ।
- আধ্যাত্মিকভাবে যারা বিভ্রান্ত তাদের প্রতি যীশু করুণাবোধ করতেন (মার্ক ৬:৩৪) ।
- ক্ষুধার্তদের প্রতি যীশু করুণাবিষ্ট হতেন (মথি ১৫:৩২ পদ) ।
- প্রত্যেক অলৌকিক কীর্তি যীশুর নৈতিক চরিত্রের কথা বলে ।

➤ **তাঁর ক্ষমতা কর্তৃত্ব প্রদর্শনের জন্য:** যীশু আর যা কিছু করেছেন বা বলেছেন তার চাইতে তাঁর আরোগ্য পরিচর্যাই বেশী সংখ্যায় জনতা আকর্ষণ করেছে । সেগুলি প্রদর্শন করেছে যা তিনি বাস্তবিকই ঈশ্বর । কোন পীড়া বা পিশাচ শক্তি যীশুকে প্রতিহত করতে পারত না – শুধুমাত্র একটা কথাতেই তিনি তাদের তাড়াতে সক্ষম ছিলেন ।

- নিজের ক্ষমতা ছাড়া কোন নাম নিয়ে তাকে আশ্চর্য্য কাজ করতে হত না, শুধু নিজের বাক্য ব্যবহার করতেন । এতে তাঁর কর্তৃত্ব আর ক্ষমতাই প্রকট হয়ে উঠেছে । প্রত্যেকটি অলৌকিক কীর্তি দিয়েছে যীশুর ঐশ্বরিক প্রকৃতির সাক্ষ্য – যে, তিনি ঈশ্বর ।
- যীশু যে অলৌকিক কাজগুলি করতেন সেগুলিকে ব্যাখ্যা করাও যায় না আর নকল করাও যায় না ।
- চিহ্ন আর লক্ষণ ছাড়া মানুষ বাণীগুলি বিশ্বাস করত না । একজন লোকের পুত্রটির কি ঘটেছিল যোহন ৪:৪৬-৫৪ পদেতে ? এই আশ্চর্য্য কর্মটি যীশু কেন ঘটিয়েছিলেন?

- মানুষ বুঝেছিল যে, আরোগ্য লাভের জন্য শুধুমাত্র যীশুর পোষাকের পাড়টুকু স্পর্শ করলেই যথেষ্ট (মথি ৯:২০-২২ পদ) ।
- শুধু আরোগ্য সাধনই নয়, যীশু আরও এমন কিছু করেছিলেন যাতে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হয়েছিল । সেটি কি ছিল? মথি ৯:১-৮ পদ পড়ুন ।



- **তাঁর বাণীর কার্যকর নমুনা দিতে:** যীশুর আগমনের কারণগুলির মধ্যে একটি ছিল ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করা এবং প্রচার করা যে, কেবলমাত্র তাঁর মাধ্যমেই পরিত্রাণ সম্ভব। মানুষের প্রতি, বিশেষতঃ যারা অন্যদের দ্বারা বর্জিত তাদের জন্য যীশু প্রদর্শন করেছেন ঈশ্বরের ভালবাসা। এমনকি আমাদের শত্রুদের জন্যও তিনি ক্ষমা, পরিচর্যা আর ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন তাঁর অলৌকিক কীর্তির মাধ্যমে।

- পাপীদের ক্ষমা করে যীশু দেখিয়েছেন যে, তাদের পাপ সত্ত্বেও তিনি তাদের ভালবাসেন। বোধহয়, সবচেয়ে বড় আশ্চর্য্য কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করা। পাপীদের আহ্বান করেছিলেন তিনি অনুতাপ করতে আর ফলস্বরূপ, বহুজন বিশ্বাস করেছিল (যোহন ৪:১-৪৫ পদ)।
- যীশুর সময়ে, ইহুদীরা ছিল রোমীয়দের দ্বারা নিপীড়িত। তাদের স্বাধিকার ছিল সীমিত আর তারা দিন কাটাত ভয়ের মধ্যে। রোমের কর্মচারীরা আর সরকারী আধিকারিকেরা ছিল শত্রুর সমান আর সন্দেহের পাত্র। যীশু একজন রোমীয় সেনা-নায়কের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন? লুক ৭:১-১০ পদ পড়ুন। শত্রুদের প্রতি যীশুর মনোভাব সম্পর্কে এই অংশে কি বলে?

- যীশু মৃতদের পুনর্জীবিত করেছেন এবং তার মধ্যে দিয়ে নির্দেশ করেছেন সেই পুনরুত্থানের দিকে যা সকল মানুষের জন্যই আসন্ন (লুক ৭:১১-১৭ ও যোহন ১১:২৪-২৭ পদ)।

❖ **যীশুর অলৌকিক কাজগুলি কি প্রদর্শন করে?** তাঁর আশ্চর্য্য কীর্তিগুলির মাধ্যমে যীশু প্রকাশ করেছেন ঈশ্বরের অন্তরটাকে – আমাদের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা আর তাঁর ভালবাসা। প্রত্যেকটি আশ্চর্য্য কীর্তি প্রকাশ করেছিল যীশুর শক্তি আর বৃদ্ধি করেছিল প্রত্যক্ষদর্শীদের বিশ্বাস।

- **প্রাকৃতিক জগতের উপর ক্ষমতা:** কোন প্রাকৃতিক শক্তিই যীশুকে দমিয়ে দিতে পারত না। প্রাকৃতির জগতের উপর তাঁর অলৌকিক কাজগুলি দেখিয়েছে জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর হিসাবে তাঁর ক্ষমতা।

- যীশু শান্ত করেছেন ঝড় (মথি ৮:২৩-২৭ পদ)।
- যীশু হেঁটেছেন জলের উপর (মথি ১৪:২২-৩৩ পদ)।
- যীশু নিজীব করেছেন ডুমুর গাছ (মথি ২১:১৮-২২ পদ)।

- **রোগ আর মৃত্যুর উপর ক্ষমতা:** অসুস্থদের আর পীড়িতদের ও প্রয়াতদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি করুণা প্রকাশ করতেন যীশু। যদিও তাঁর ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টিতে তিনি দেখতেন যে, একদিন সব মানুষই মারা যাবে তবু তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষকে সুস্থ করতেন, আর অনেক সময় ক্লেষ ভোগী মানুষের জন্য ভগ্নান্তঃকরণও হতেন।



- বহু ব্যাধিই যীশু আরোগ্য করেছেন যার অন্তর্গত ছিল কুষ্ঠরোগ আর তিনি পিশাচও ছাড়িয়েছেন (মথি ৯:৩৫ ও লুক ১৭: ১১-১৯ পদ) ।
- যীশু রোগ নিরাময় করেছেন এমনকি যখন তাঁর পোশাক স্পর্শ করা হয়েছে (লুক ৮:৪৩-৪৮) ।
- মৃত্যুর উপরেও যীশু তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন যখন তিনি লাসার এবং অন্যান্য কয়েকজনকে মৃত্যু থেকে পুনর্জীবিত করেছেন (যোহন ১১:১-৪৪, মথি ৯:১৮-২৬) ।

➤ **আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন মিটাবার ক্ষমতা:** শুধু তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত মহা আশ্চর্য্যকাজ তিনি ঘটাননি কিংবা শুধু সাম্প্রতিক ব্যাধিই আরোগ্য করেননি । মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধেও তিনি চিন্তাশীল ছিলেন । যীশু প্রতিপন্ন করেছিলেন যে ঈশ্বর নিজ বাসনা মত আমাদের সমস্ত আবশ্যক যে কোন উপায়ে জোগাতে পারেন ।

- একটি বিবাহ ভোজে গৃহকর্তার বিরত অবস্থা ঠেকাতে যীশু জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেন (যোহন ২:১-১১ পদ) ।
- মাছের বড় ঝাঁক অলৌকিকভাবে ধরিয়ে দিয়েছিলেন (লুক ৫:৪-১১ পদ) ।
- ৫০০০ পুরুষ সমেত অগণিত নারী ও শিশুদের ভোজন করিয়েছিলেন (মথি ১৪:১৪-২১ পদ) ।

❖ **অলৌকিক কাজগুলির পিছনে তাৎপর্য:** অলৌকিকের মাধ্যমে যীশু প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর অনুকম্পা, ক্ষমতা এবং বার্তা, লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যাতে তারা তাঁর উপদেশে কান পাতে । যীশু এই চিহ্ন ও লক্ষণগুলি উপস্থাপন করেছিলেন যেন লোকেরা বিশ্বাস করে যে তিনি কে এবং ঈশ্বরের শক্তিতেও যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন ।

- “আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর” (যোহন ১৪:১১ পদ) ।
- যোহন ৪:৪৮ পদ বলে, “তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, ‘চিহ্ন এবং অদ্বীত লক্ষণ যদি না দেখ, তোমরা কোন মতে বিশ্বাস করিবে না ।’”
- যীশু আশ্চর্য্য কীর্তিগুলি ঘটাতেন বহু মানুষের চোখের সামনে, বিশেষতঃ শিষ্যদের সামনে যাতে তাঁর উপর তারা বিশ্বাস করেন । এই আশ্চর্য্য কীর্তিগুলি ঈশ্বরের বাক্যে আমাদেরই জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে যাতে আমরা কে ঈশ্বর তা জানতে এবং তাঁকে বিশ্বাস করতে পারি ।
- যীশুর আশ্চর্য্য কীর্তিগুলি সবই ইঙ্গিত করে তাঁর পরিচয়ের এবং প্রমাণ এবং তাঁর আগমনের কারণের দিকে ।
 - অন্ধকে যীশুর সুস্থ করা, সত্যকে দেখতে আমাদের সাহায্য করে ।
 - পীড়িতকে যীশুর সুস্থ করা, আমাদের সবচেয়ে বড় পীড়া – পাপ থেকে মুক্ত করে ।



- দরিদ্র ও দুর্বলদের দিকেই যীশুর মনোযোগ আমাদের দেখিয়ে দেয় হারানদের সন্ধান ও উদ্ধার করার জন্য যীশুর আকাঙ্ক্ষাকেই।
- যীশুর খাদ্য-পানীয় জোগানোর কীর্তি আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্য ও জীবন-জল পরিবেশন করে।
- মৃত মানুষকে যীশুর পুনর্জীবিত করা নির্দেশ করে তাঁর নিজের এবং কালের অন্তে মানুষের পুনরুত্থানের দিকে।

সংক্ষেপে

- যীশুর ক্ষমতা নানাভাবে তাঁর পার্থিব জীবৎকালে প্রদর্শিত হয়েছে:
 - অলৌকিক কাজ হচ্ছে কোন অতিপ্রাকৃত সত্ত্বার ক্রিয়া যা প্রকৃতির বিধি নস্যাত্ন করে।
 - চিহ্ন হচ্ছে অসাধারণ ঘটনা যা সাধন করা হয় মনোযোগ আকর্ষণ করতে এবং সম্ভ্রম জাগ্রত করতে।
 - লক্ষণ হচ্ছে চেতনা বা অপরাধ বোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা।
- প্রত্যেকটি অলৌকিক কীর্তি যীশুর কোন না কোন বিষয় প্রদর্শন করত এবং যীশুর শিক্ষা-পরিচর্যার এক গুরুতর অংশ ছিল।
- যীশুর অলৌকিক কীর্তিগুলি প্রদর্শন করত তাঁর সহানুভূতি, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং অবশ্যই তাঁর বার্তা।
- যীশুর অলৌকিক কীর্তিগুলি প্রাকৃতিক জগতের উপর, রোগ-ব্যাদি ও মৃত্যুর উপর এবং প্রতিটি প্রয়োজন বা অভাব পূরণের ক্ষমতা প্রকাশ করত।

প্রতিফলনের প্রশ্ন

১)

যীশু কখনও কখনও তাঁর আশ্চর্য্য কাজের কথা অন্যদের বলতে কাউকে কাউকে বারণ করতেন আবার অন্য সময়ে অন্যদের তা বলতে দিতেন যেন ভিড় আকর্ষিত হয়, কেন মনে হয়? তাঁর আরোগ্যদায়ক শক্তির কথা চুট করে সকলকে না জানতে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি সতর্ক ছিলেন কেন?



২)

যীশুর অলৌকিক ক্রিয়াগুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কেন দরিদ্র, সমাজচ্যুত, বিধবা, শিশু আর দুর্বলরাই লাভবান হত? ধনবান ও ক্ষমতাবানদের জন্য তিনি বেশী আশ্চর্য্য কাজ করেননি কেন? যীশুর সাধিত বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্য্য কীর্তিগুলি থেকে তাঁর সম্বন্ধে যে সত্যগুলি আপনি বুঝেছেন তা সারমর্ম করে লিখুন ।